গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।
www.srdi.gov.bd

নং-১২.০৩.০০০০.০০২.৯৯.০০২.২৩- 2072 তারিখ : 21 নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: কলা ও আনারস চাষে কীটনাশক ও হরমোন ব্যবহারের বিকল্প অনুসন্ধান।

সূত্র: বন অধিদপ্তরের পত্র নং-২২.০১.০০০০.০১১.০৮.০১৭.২৪.৫৮৯; তারিখ: ০৪/১১/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রেয় পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মধুপুর শালবন এবং শালবন সংলগ্ন এলাকায় কলা ও আনারস চাষে কীটনাশক ও হরমোন ব্যবহারের বিকল্প অনুসন্ধান এবং মাটির উর্বরতার ক্ষতি রোধকল্পে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের নিমিত্ত প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ-এর পত্রটি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

স্বাক্ষরিত/-
(ড. বেগম সামিয়া সুলতানা)
মহাপরিচালক
ফোন : ০২-৪১০২৫০৪১
E-mail : dg@srdi.gov.bd

প্রাপক:

ড. উৎপল কুমার
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, টাংগাইল।

নং-১২.০৩.০০০০.০০২.৯৯.০০২.২৩- তারিখ : নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। পরিচালক, ফিল্ড সার্ভিসেস উইং/অ্যানালাইটিক্যাল সার্ভিসেস উইং, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
২। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, মহাপরিচালক-এর সংযুক্ত কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৪। ইনোভেশন অফিসার, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা **(ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।**
৫। উপপরিচালক (প্রশাসন), মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৬। সহকারী পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৭। অফিস নথি।

BSultana
21/11/2024
(ড. বেগম সামিয়া সুলতানা)
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বন অধিদপ্তর
প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
(www.bforest.gov.bd)

স্মারক নম্বরঃ ২২.০১.০০০০.০১১.০৮.০১৭.২৪. তারিখঃ ৫/১১/২০২৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ কলা ও আনারস চাষে কীটনাশক ও হরমোন ব্যবহারের বিকল্প অনুসন্ধান।

সূত্রঃ বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) এর রিট পিটিশন নং-১৮৩৪/১০ এর প্রেক্ষিতে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা (কপি সংযুক্ত)

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) এর রিট পিটিশন নং-১৮৩৪/১০ এর প্রেক্ষিতে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সভা বিগত ২৩/০৯/২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মধুপুর শালবন এবং শালবন সংলগ্ন এলাকায় কলা ও আনারস চাষে কীটনাশক ও হরমোন ব্যবহারের বিকল্প অনুসন্ধান ও মাটির উর্বরতা ক্ষতি রোধকল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এমতাবস্থায়, মধুপুর শালবন এবং শালবন সংলগ্ন এলাকায় কলা ও আনারস চাষে কীটনাশক ও হরমোন ব্যবহারের বিকল্প অনুসন্ধান এবং মাটির উর্বরতার ক্ষতি রোধকল্পে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের নিমিত্ত আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা,মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী)
প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
ফোনঃ ০২-৫৫০০৭১৪২
[ই-মেইলঃ ccf-fd@bforest.gov.bd]

মহাপরিচালক
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, (দৃ: আ: উপসচিব, বন-২ অধিশাখা)।
২। বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল বন বিভাগ, টাঙ্গাইল ও সদস্য সচিব।

ডাইরী নং............তাং.........

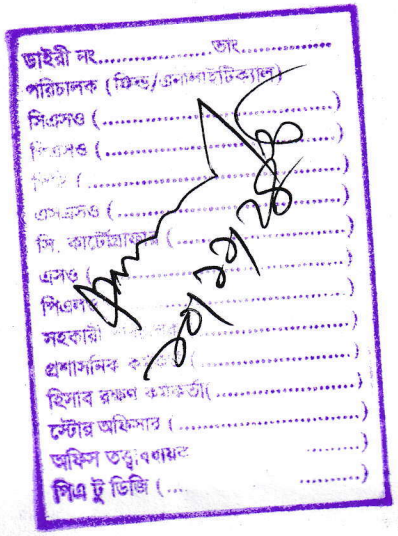

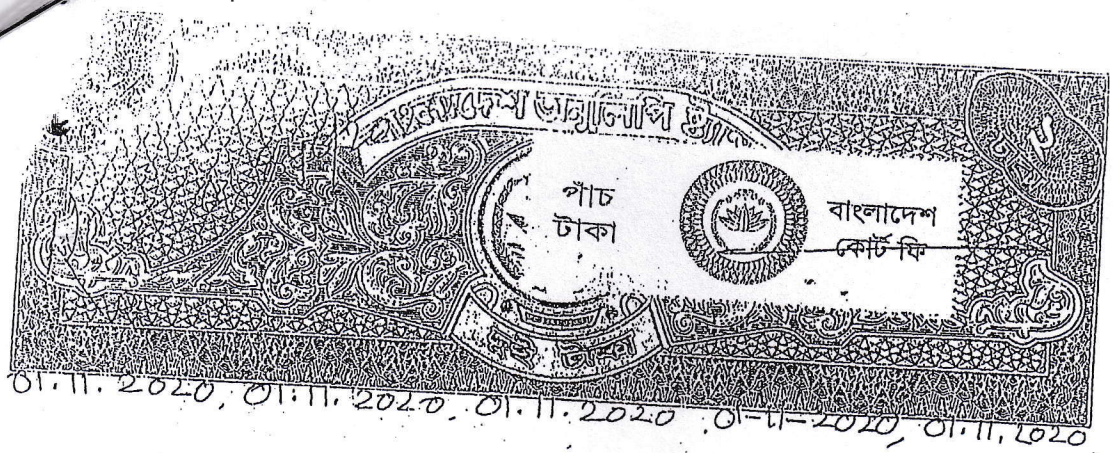

01.11.2020, 01.11.2020, 01.11.2020, 01-11-2020, 01.11.2020

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

WRIT PETITION NO. 1834 OF 2018

IN THE MATTER OF:

An application under Article 102 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh

IN THE MATTER OF:

Bangladesh Environment Lawyers Association(BELA) and others.

- Petitioner

-vs-

Bangladesh and others.

- Respondents.

Ms. Syeda Rezwana Hasan, Advocate with
Mr. Ali Mustafa Khan, Advocate
..... For the Petitioners.

Mr. Mahbubey Alam, Attorney General with
Ms. Kazi Zinat Hoque, Deputy Attorney General, with
Mr. Samarendra Nath Biswas, D.A.G. with
Md. Abul Kalam Khan Daud, A.A.G. with
Mr. Shamsuddoha Talukder, A.A.G. with
Most. Khairunnesa, A.A.G.
....For the respondents-government.

Heard on 07.05.2018, 08.08.2018, 09.08.2018, 24.10.2018 and 02.04.2019
Judgment on 28.08.2019.

Present:
Mrs. Justice Farah Mahbub.
and
Mr. Justice S.M. Maniruzzaman

In that view of the matter a direction is hereby given upon the respondent No.1, Ministry of Environment and Forest, Bangladesh Secretariat, Dhaka to form a high powered committee along with the petitioners within a period of 1(one) month from the date of receipt of the copy of the judgment and order. This committee shall submit a comprehensive report, amongst others, on the following issues within a period of 6(six) months of its formation, before the said respondent for its consideration.

The respective issues, amongst others, are as under :

1. To identify the forest area of Madhupur Sal forest as reserved forest vide notification dated 02.02.1956 and 19.07.1984 (Annexure-C and C-1 respectively to the writ petition);

2. To formulate master plans /policies for a long term conservation of forest resources;

3. To take steps for conducting a door to door survey amongst the forest dependent people in particular the ethnic communites living in and around the forest area of Madhupur Sal forest in order settle the issue of their settlement in accordance with law;

4. To involve the ethnic groups along with the local people residing in and around the said forest in protecting and preservation of the said forest, also in preventing exploitation of forest resources as well as destruction of bio-diversity;

5. To take measures for stopping plantation of exotic species which are harmful to the original species of the said forest;

6. To look for alternative use of pesticides and hormones in the existing bananas and pineapple plantation which are harmless for soil fertility;

7. To take measures for improvement in the income and livelihood of the forest dependent people living in and around the said forest area;

8. The affects and impacts of the projects of social forestry; and

9. To initiate projects for active participation of the ethnic group as well as local people in the respective forestry programme.

On receipt of the said report the respondent No.1 is accordingly directed to frame Rules under Section 28 of the Forest Act,1927, at an earliest.

With the above observations and direction this Rule is accordingly disposed of without any order as to costs.

Communicate the judgment and order to the respondents concern at once.

Farah Mahbub

S. M. Maniruzzaman, J:

I agree

S. M. Maniruzzaman.

প্রত্যায়িত অবিকল প্রতিলিপি

01-11-2020

Typed by: Jahir: 01.11.2020.
Read by: 01.11.2020
Exam by:
Readied by: 01-11-2020

01-11-2020
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক ভূঁঞা
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

01-11-2020
মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
সুপারিনটেনডেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বন অধিদপ্তর
প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়
বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট
কারিগরি শাখা
পত্র প্রাপ্তির তারিখ ...20 OCT 2...
কর্মকর্তার স্বাক্ষর .....
শাখা প্রধানের স্বাক্ষর .....

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) এর রিট পিটিশন নং ১৮৩৪/২০১০ এর প্রেক্ষিতে জনস্বার্থে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।
সভার তারিখ : ২৩/০৯/২০২৪ খ্রি.
সময় : সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
স্থান : "রক্তন" সভা কক্ষ, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট- 'ক'।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, বিগত ২০১০ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১ টি রিট পিটিশন (নং- ১৮৩৪/২০১০) দায়ের করা হয়। বিগত ২৮/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ৯ টি ইস্যু সম্বলিত রায়ের মাধ্যমে রিট মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গত ২৬ মে, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখে ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় অনুসারে ইস্যু ভিত্তিক আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের নিমিত্ত সভাপতি সদস্য সচিবকে অনুরোধ করেন। অতঃপর সদস্য সচিব ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল বন বিভাগ আলোচ্য বিষয়াদি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নোক্ত ছকে সন্নিবেশ করা হলোঃ

ক্র. নং	আলোচ্য সূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নার্থে
১	২	৩	৪	৫
১.	০২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ এবং ১৯ জুলাই, ১৯৮৪ সালের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মধুপুর শালবন এলাকার সংরক্ষিত বন চিহ্নিতকরণ।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল বন বিভাগ এবং সদস্য সচিব সভায় জানান যে, সরকার ৫/০৯/১৯৫১ খ্রিঃ তারিখে গেজেট নং ৯৬৩৬/ফর ৬এম-১৬৫/৫১ মূলে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জন্য মধুপুর উপজেলার ০৯টি মৌজায় ভেষ্টেড ফরেস্ট, ১৮/৪/১৯৫২ খ্রিঃ তারিখে গেজেট নং ৫০১২ এলআর মূলে উক্ত বর্ণিত মৌজাসহ অধিগ্রহণকৃত একোয়ার্ড ফরেস্ট এবং ০৫/০৯/১৯৫৫ খ্রিঃ তারিখে গেজেট নং ৯০৮২ ফর মূলে ১১টি মৌজায় বন আইন, ১৯২৭ এর ৪ ধারায় সংরক্ষিত বন ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক মালিকানা সম্পর্কিত আপত্তি শুনানীর জন্য বন আইন, ১৯২৭ এর ৬ ধারায় নোটিশ জারী করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৪ সালে গেজেটভুক্ত মোট ৪২৭৬৭.৭৬ একর ভূমি হতে ২০১৬ সালে অরণখোলা মৌজায় ৯১৪৫.০৭ একর সংরক্ষিত বন ঘোষণা করা হয়। অবশিষ্ট (৪২,৭৭১.৪৬-৯১৪৫.০৭) = ৩৩,৬২২.৬৯ একর ও ০৮/১২/১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ গেজেট ৬ষ্ঠ খন্ডে প্রকাশিত ৩.৭০ একরসহ মোট ৩৩,৬২৬.৩৯ একর বনভূমি ৬ ধারায় বিজ্ঞপ্তিত হয়। এতদবিষয়ে সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনা করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মধুপুর বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা ছাড়া সংরক্ষিত বনের সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্ভব নয়। উপস্থিত সকলেই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	১৯৮৪ সালের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মধুপুর শালবন এলাকার সংরক্ষিত বন চিহ্নিতকরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল এবং সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট, বন ভবন, ঢাকা।
২.	বনজ সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষার জন্য	শালবন এলাকার বনজ সম্পদের সুরক্ষা বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনায় সভাপতি বলেন যে, বন ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্বব্যাপীই সাধারণত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Management Plan) প্রণয়ন করা হয়। বন	বন অধিদপ্তর বনজ সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষার জন্য	বন অধিদপ্তর

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচ্য সূচি</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবা</th></tr>
<tr><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td>৫</td></tr>
<tr><td></td><td>নীতি/মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুতকরণ।</td><td>অধিদপ্তর মধুপুর বনের অন্তর্গত শুধুমাত্র মধুপুর জাতীয় উদ্যানের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনার উদ্যেশ্যে ২০১৬ সালে ১০ বছর মেয়াদী Management Plan for Madhupur National Park (2016-2025) প্রণয়ন করেছে যা বর্তমানে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তবে সমস্ত মধুপুর বনের জন্য কোন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়নি। কমিটির উপস্থিত সকলে মধুপুর বনের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।</td><td>বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে টিম গঠন করে মধুপুর বনাঞ্চলের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করতে মধুপুর শালবন ও শালবন সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত বন নির্ভর জনগোষ্ঠী, বিশেষত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিটি গৃহে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।</td><td>সদস্য সচিব মধুপুর শালবন সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত স্থানীয় ও নৃ-গোষ্ঠি পরিবারের তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th rowspan="2">রেঞ্জ</th><th rowspan="2">মৌজার নাম</th><th rowspan="2">মৌজায় বনভূমির পরিমাণ (একর)</th><th colspan="2">পরিবারের সংখ্যা:</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">মোট জবরদখল-কৃত বনভূমি (একর)</th></tr>
<tr><th>স্থানীয় জনগোষ্ঠী</th><th>নৃ-গোষ্ঠি</th></tr>
<tr><td>জাউস</td><td>অরণখোলা, বেরীবাইদ, গাছাবাড়ী</td><td>১৩৬১৩.৭০</td><td>২৮৭৪</td><td>১৫৮৪</td><td>৪৪৫৮</td><td>৩২৩২.৮৯</td></tr>
<tr><td>মধুপুর</td><td>বেরীবাইদ, চুনিয়া, রামকৃষ্ণবাড়ী,</td><td>[illegible]</td><td>৩০২১</td><td>১৯৪</td><td>৩২১৫</td><td>২৭৭১.১৮</td></tr>
<tr><td>দোখলা</td><td>অরণখোলা, পীরগাছা, গোলাবাড়ি,</td><td>[illegible]</td><td>২৩১</td><td>৪৮০</td><td>৭১১</td><td>[illegible]</td></tr>
<tr><td>অরণখোলা</td><td>অরণখোলা</td><td>৯৬৭.০০</td><td>২৬৫</td><td>২৪</td><td>২৮৯</td><td>৩৯.৫৩</td></tr>
<tr><td></td><td>মোট</td><td>৪৯২২.৬৯</td><td>৬৩৯১</td><td>২২৮২</td><td>৮৬৭৩</td><td>১৫৭৬৪.৪০</td></tr>
</table>
এ বিষয়ে জয়েনশাহী আদিবাসী পরিষদ, জলছত্র মধুপুর, টাঙ্গাইল এর প্রতিনিধি জনাব ইউজিন নকরেক জানান, মধুপুর শালবন সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত নৃ-গোষ্ঠি পরিবারের সংখ্যার পরিসংখ্যানে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। তিনি প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন, জয়েনশাহী আদিবাসী পরিষদ ও অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে মাঠপর্যায়ে যাচাইপূর্বক পরিবারের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করার বিষয়ে সভায় আলোকপাত করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে কারিতাস বাংলাদেশ প্রতিনিধি বলেন যে, এই কার্যক্রমে তার প্রতিষ্ঠান হতে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হবে।</td><td>মধুপুর শালবন সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত নৃ-গোষ্ঠি পরিবারের প্রকৃত হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন, জয়েনশাহী আদিবাসী পরিষদ, অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী সংগঠনের প্রতিনিধি, কারিতাস বাংলাদেশ এবং বন বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে সরেজমিনে জরিপ কার্য পরিচালনা করতে হবে। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল বন বিভাগ সমন্বয় করবেন।</td><td>মধুপুর উপজেলা প্রশাসন, জয়েনশাহী আদিবাসী পরিষদ, অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী সংগঠনের প্রতিনিধি, কারিতাস বাংলাদেশ ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল বন বিভাগ।</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>মধুপুর শালবন রক্ষা ও সংরক্ষণ কাজে এবং বনজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য</td><td>মধুপুর শালবন রক্ষা ও সংরক্ষণে শালবন সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত স্থানীয় জনগণসহ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণ বিষয়ে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব নিম্নোক্ত তথ্যাদি তুলে ধরেনঃ
১) Revegetation of Madhupur Forests through Rehabilitation of Forest Dependent Local and Ethnic</td><td>মধুপুর শালবন রক্ষা ও সংরক্ষণ কাজে এবং বনজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস রোধে মধুপুর শালবন</td><td>বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল বন বিভাগ এবং স্থানীয়</td></tr>
</table>

ক্র. নং	আলোচ্য সূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নার্থে
১	২	৩	৪	৫
	ধ্বংস রোধে মধুপুর শালবন ও শালবন সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত স্থানীয় জনগণসহ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করণ;	Communities (Phase-1) (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১২) প্রকল্পের আওতায় মধুপুর বনাঞ্চলের ৪টি রেঞ্জ সংলগ্ন ৫৭ টি গ্রামের ৯৫০ জন স্থানীয় ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ব্যাক্তিকে নার্সারি ও বনায়ন, মৌচাষ, মাশরুম চাষ, গবাদি পশু পালন, পোল্ট্রি, মৎস্য চাষ, সবজি চাষ, ঘাস চাষ ও কম্পোস্ট সার উৎপাদন, জ্যাম, জেলি তৈরি, ঔষুধি বৃক্ষের চাষ ইত্যাদির পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বন সংরক্ষণে মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রথম বছরে জবরদখলকৃত বনভূমিতে দেশীয় প্রজাতি দ্বারা ৩৭০.০ একর এলাকা অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া পশু-পাখির খাদ্য উপযোগী প্রজাতির দ্বারা ২৫.০ একর বনভূমি বনায়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় বছর ১৪৮২.০ একর বনায়ন করা হয়েছে। উপরোক্ত কার্যক্রমের ফলে মধুপুর বনে এবং বনের আশেপাশে ২৪,৯১,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে মধুপুরের স্থানীয় বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। Revegetation of Madhupur Forests through Rehabilitation of Forest Dependent Local and Ethnic Communities (Phase-2) (জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫) প্রকল্পের আওতায় মধুপুর বনাঞ্চলের ৮০০ জন Community Forest Watcher (CFW) কে ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নার্সারি ও বনায়ন, মৌচাষ, মাশরুম চাষ, গবাদি পশু পালন, পোল্ট্রি, মৎস্য চাষ, সবজি চাষ, ঘাস চাষ ও কম্পোস্ট সার উৎপাদন, জ্যাম, জেলি তৈরি, ঔষুধি বৃক্ষের চাষ ইত্যাদির পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বন সংরক্ষণে মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৮০০ জন CFW কে টহল ভাতা বাবদ ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতি যেমন গর্জন, জারুল, সোনালু, জাম, আমলকি, গামারি, পলাশ, চিকরাশি, লোহাকাঠ, কদম ইত্যাদি দ্বারা ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১২৩৫.০ একর এলাকায় বনায়ন করা হয়। শালের সহযোগী এ সকল দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষ বনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, যার সুফল হিসেবে মধুপুর বনাঞ্চলের বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক আবাসস্থল পুনরুদ্ধার হচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২) "স্থানীয় ও নৃ-গোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪)" প্রকল্পের আওতায় ৬৯৩ জন CFW এর ভাতা বাবদ ২০১৮-১৯ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪০০ টাকা ব্যয় করা হয়। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি সদস্য সংখ্যা ১৪৯ জন। এছাড়াও উক্ত প্রকল্পের অধীনে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বন নির্ভর ২৪০ জন স্থানীয় এবং ৬২ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি অর্থাৎ মোট ৩০২ জন সদস্যকে ৪ কোটি টাকা বিকল্প জীবিকায়ন কর্মসূচি (যেমনঃ মৎস্য চাষ, পশু	ও শালবন সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত স্থানীয় জনগণসহ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে অধিক পরিমাণে সম্পৃক্তকরণে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।	জনগণ ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সংগঠন।

ক্র. নং	আলোচ্য সূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকা
১	২	৩	৪	৫
		পালন, থ্রি-হুইলার, সেলাই মেশিন, তাঁত, কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি) ট্রেড ভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হয়। উক্ত ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা বাবদ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ৫% সরল হারে উপকারভোগী অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতাদের উপর সার্ভিস চার্জ আরোপ করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মধুপুর বনাঞ্চলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পশু-পাখির খাদ্য উপযোগী ৭৪.০ একর এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্থানীয় প্রজাতি দ্বারা বনায়নের মাধ্যমে ৭.৫ একর বিশিষ্ট আরবোরেটাম স্থাপন করা হয়। ৩) টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) (জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪) প্রকল্পের আওতায় বিকল্প জীবিকায়নের জন্য ৪২৬ টি নৃ-গোষ্ঠী এবং ৮৪১ টি স্থানীয় পরিবারে মধ্যে ৫ কোটি ৩২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের জীবিকা উন্নয়নের জন্য সেলাই ও সেলাইজাত পণ্য উৎপাদন, আধুনিক পদ্ধতিতে মুরগী পালন, গবাদী পুশ পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, চারা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ০৪ টি ট্রেডে ৪২৪ জন নৃ-গোষ্ঠি এবং ৭৯৪ জন স্থানীয় জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। এছাড়া জীবনমান উন্নয়নের লক্ষে চাহিদানুসারে বিভিন্ন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টমূলক কাজ যেমন; নলকূপ, স্ট্রীট সোলার ল্যাম্প, এইচবিবি রাস্তা, যাত্রী ছাউনী, স্কুল বেঞ্চ, পাবলিক টয়লেট, সাবমারজিবল পাম্প ইত্যাদি স্থাপন/ নির্মাণ বাবদ ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। এছাড়াও, সহ-ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে সুফল প্রকল্পের আওতায় ১২৬৭ টি সুবিধাভোগী পরিবারকে সম্পৃক্ত করা হয় যার মধ্যে ৪২৬ টি নৃগোষ্ঠী পরিবার রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় মধুপুর অঞ্চলে ৮১৫.০ একর স্ট্যান্ড ইম্পুভমেন্ট উইথ লাইন সইং বনায়ন, ১০৬২.০ একর শাল কপিচ ব্যবস্থাপনা, ৭৪.০ একর বিলুপ্তপ্রায় ও বিপদাপন্ন প্রজাতির বনায়ন, ৯৮৮.০ একর বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন, পশুখাদ্য উপযোগী ফডার বাগান সৃজন, ১৩৬.০ একর এনটিএফপি আন্ডার ঔষধি প্রজাতির বনায়ন, ২৫.০ একর ঔষধি প্রজাতির বনায়ন, ১৬১.০ একর বেত বনায়ন, ২২.০ একর বাঁশ বনায়ন এবং ৩৩৮.০ একর মিশ্র প্রজাতির বনায়ন অর্থাৎ মোট ৩৬২১.০ একর বাগান সৃজন করা হয়। এছাড়াও, অন্যান্য প্রকল্পের সহায়তায় স্থানীয় ও নৃ-গোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে বন পাহারা এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হচ্ছে।		
৫.	আগ্রাসী/বিদেশী প্রজাতি যা মূল প্রজাতির জন্য ক্ষতিকর তা রোপণ বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;	উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, বন ব্যবস্থাপনা উইং এবং প্রকল্প পরিচালক, সুফল প্রকল্প আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন যে, সুফল প্রকল্পের আওতায় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে দেশের ৫ টি রক্ষিত এলাকার আগ্রাসী প্রজাতিসমূহ চিহ্নিত করা হয় যার মধ্যে মধুপুর জাতীয় উদ্যান অন্যতম। বিশেষজ্ঞ জরিপ অনুযায়ী এই রক্ষিত এলাকার প্রধান আগ্রাসী উদ্ভিদ প্রজাতি হিসেবে আসামলতা, জার্মানলতা এবং ল্যানটানাকে চিহ্নিত করা হয়। এ পর্যায়ে সদস্য সচিব বলেন যে, ইতোমধ্যে বন বিভাগ কর্তৃক ইউক্যালিপটাস চারা উত্তোলন ও রোপণ বন্ধ করা হয়েছে। সুফল প্রকল্পের আওতায় জাতীয় উদ্যান সদর রেঞ্জে ৯৯.০ একর এবং দোখলা	আগ্রাসী/ বিদেশী প্রজাতি যা মূল প্রজাতির জন্য ক্ষতিকর তা রোপণ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশী, শাল ও শাল সহযোগি বৃক্ষের চারা রোপণ এবং সামাজিক বনায়নের	বন অধিদপ্তর এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল বন বিভাগ।

ক্র. নং	আলোচ্য সূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নার্থে
১	২	৩	৪	৫
		রেঞ্জে ২৭.০ একর সহ মোট ১২৬.০ একর সামাজিক বনায়নের অংশে Stand Improvement with line Sowing Sal, Garjan and Sal associates Plantation করা হয়েছে। বর্ণিত প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে সামাজিক বনকে প্রাকৃতিক বনে রূপান্তরের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও Revegetation of Madhupur Forests Through Rehabilitation of Forest dependent Local and Ethnic Communities Project, স্থানীয় ও নৃ-গোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ইকো ট্যুরিজম উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প , টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মধুপুর বনাঞ্চলে ২০১০ সাল হতে ২০২৪ সাল অবধি বিবিধ দেশীয় প্রজাতির ১০,৮১২.০ একর বনায়ন করা হয়েছে।	চুক্তি/ আবর্তকাল শেষে দেশীয় প্রজাতির চারা রোপণ করে প্রাকৃতিক বন পুনরুদ্ধার করতে হবে।	
৬.	কলা ও আনারস চাষে কীটনাশক ও হরমোন ব্যবহারের বিকল্প অনুসন্ধান করা যাতে মাটির উর্বরতার ক্ষতি না হয়;	সভায় কলা ও আনারস চাষে কীটনাশক ও হরমোন ব্যবহারের বিকল্প অনুসন্ধান ও মাটির উর্বরতার ক্ষতি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/ গবেষণার লক্ষ্যে SRDI, BADC, Horticulture এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	কলা ও আনারস চাষে কীটনাশক ও হরমোন ব্যবহারের বিকল্প অনুসন্ধান ও মাটির উর্বরতার ক্ষতি রোধকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/গবেষণার লক্ষ্যে SRDI, BADC, Horticulture এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে কার্যকরী পরামর্শ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে হবে।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল বন বিভাগ ও সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট, বন ভবন, ঢাকা।
৭.	শালবন ও সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ;	১) Revegetation of Madhupur Forests through Rehabilitation of Forest Dependent Local and Ethnic Communities (Phase-1) (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১২) প্রকল্পের আওতায় মধুপুর বনাঞ্চলের ৪টি রেঞ্জ সংলগ্ন ৫৭ টি গ্রামের ৯৫০ জন স্থানীয় ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ব্যক্তিকে নার্সারি ও বনায়ন, মৌচাষ, মাশরুম চাষ, গবাদি পশু পালন, পোল্ট্রি, মৎস্য চাষ, সবজি চাষ, ঘাস চাষ ও কম্পোস্ট সার উৎপাদন, জ্যাম, জেলি তৈরি, ওষুধি বৃক্ষের চাষ ইত্যাদির পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বন সংরক্ষণে মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। Revegetation of Madhupur Forests through Rehabilitation of Forest Dependent Local and Ethnic Communities (Phase-2) (জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫) প্রকল্পের আওতায় মধুপুর বনাঞ্চলের ৮০০ জন Community Forest Watcher (CFW) কে ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নার্সারি	শালবন ও সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মধুপুর উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর এর সাথে সমন্বয় করে	মধুপুর উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর ও

ক্র. নং	আলোচ্য সূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বা
১	২	৩	৪	৫
		ও বনায়ন, মৌচাষ, মাশরুম চাষ, গবাদি পশু পালন, পোল্ট্রি, মৎস্য চাষ, সবজি চাষ, ঘাস চাষ ও কম্পোস্ট সার উৎপাদন, জ্যাম, জেলি তৈরি, ওষুধি বৃক্ষের চাষ ইত্যাদির পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বন সংরক্ষণে মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৮০০ জন CFW কে টহল ভাতা বাবদ ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। ২) "স্থানীয় ও নৃ-গোষ্ঠী জনগণের সহায়তায় মধুপুর জাতীয় উদ্যানের ইকো ট্যুরিজম উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪)" প্রকল্পের আওতায় ৬৯৩ জন CFW এর ভাতা বাবদ ২০১৮-১৯ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪০০ টাকা ব্যয় করা হয়। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি সদস্য সংখ্যা ১৪৯ জন। এছাড়াও উক্ত প্রকল্পের অধীনে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বন নির্ভর ২৪০ জন স্থানীয় এবং ৬২ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি অর্থাৎ মোট ৩০২ জন সদস্যকে ৪ কোটি টাকা বিকল্প জীবিকায়ন কর্মসূচি (যেমনঃ মৎস্য চাষ, পশু পালন, থ্রি-হুইলার, সেলাই মেশিন, তাঁত, কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি) ট্রেড ভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হয়। উক্ত ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা বাবদ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ৫% সরল হারে উপকারভোগী অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতাদের উপর সার্ভিস চার্জ আরোপ করে। ৩) টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) (জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪) প্রকল্পের আওতায় বিকল্প জীবিকা উন্নয়ন তহবিল (LDF) হতে ৪২৬ টি নৃ- গোষ্ঠী এবং ৮৪১ টি স্থানীয় পরিবারে মধ্যে ৫ কোটি ৩২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের জীবিকা উন্নয়নের জন্য সেলাই ও সেলাইজাত পণ্য উৎপাদন, আধুনিক পদ্ধতিতে মুরগী পালন, গবাদী পুশ পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, চারা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ০৪ টি ট্রেডে ৪২৪ জন নৃ-গোষ্ঠি এবং ৭৯৪ জন স্থানীয় জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। এছাড়া জীবনমান উন্নয়নের লক্ষে চাহিদানুসারে বিভিন্ন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টমূলক কাজ যেমন নলকূপ, স্ট্রীট সোলার ল্যাম্প, এইচবিবি রাস্তা, যাত্রী ছাউনী, স্কুল বেঞ্চ, পাবলিক টয়লেট, সাবমারজিবল পাম্প ইত্যাদি স্থাপন/ নির্মাণ বাবদ ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। এছাড়াও সহ-ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে সুফল প্রকল্পের আওতায় ১২৬৭ টি সুবিধাভোগী পরিবারকে সম্পৃক্ত করা হয় যার মধ্যে ৪২৬ টি নৃগোষ্ঠী পরিবার রয়েছে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মধুপুর, টাঙ্গাইল জানান- ১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মধুপুর, টাঙ্গাইল অফিসের মাধ্যমে বন এলাকায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে	কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বন অধিদপ্তর।

ক্র. নং	আলোচ্য সূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নার্থে
১	২	৩	৪	৫
		৭৮ টি বাইসাইকেল, ৩২ টি ঘর বিতরণ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা বৃত্তি যেমনঃ ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৪০০ জনকে ২,৫০০ টাকা হারে, ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ২২০ জনকে ৬,০০০ টাকা হারে এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ১১০ জনকে ৯,৫০০ টাকা হারে প্রদান করা হয়। ২) উপজেলা সমাজসেবা অফিস মধুপুর, টাঙ্গাইল হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বন এলাকায় বসবাসকারী ৫৫ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে মোট ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। ৩) উপজেলা সমবায় অফিস মধুপুর, টাঙ্গাইল থেকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে গারো সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ১০ টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে মোট ১২ লক্ষ ২ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ৪) উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, মধুপুর, টাঙ্গাইল কর্তৃক "সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত নির্বাচিত মোট ১৯৯২ জন সুফলভোগীর মাঝে ১৫২ টি বকনা বাছুর, ১২১২ টি ভেড়া, ১৩,৩০০ টি হাঁস, ৯,৯৮০ টি মুরগি এবং ৭০ টি ষাঁড় বাছুর বিতরণ করা হয়।		
৮.	সামাজিক বনায়নের ক্ষতিকর প্রভাব নিরুপণ;	মধুপুর বনাঞ্চলে বিদ্যমান ১,৮৫৪.৮৬ একর সামাজিক বনায়নের ক্ষতিকর প্রভাব নিরুপণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনপূর্বক মধুপুর বনাঞ্চলে সামাজিক বনায়নের ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বন অধিদপ্তর।
৯.	বন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে স্থানীয় জনগণ এবং ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;	মধুপুর শালবন সংরক্ষণে, বনজসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস রোধে মধুপুর শালবন ও শালবন সংলগ্ন এলাকায় সহ- ব্যবস্থাপনা কমিটি বসবাসরত স্থানীয় জনগণসহ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের ইতোমধ্যে কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি (CMC), কমিউনিটি ফরেস্ট ওয়ার্কার (CFW), সামাজিক বনের উপকারভোগী নিয়োগের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মধুপুর জাতীয় উদ্যানে বর্তমানে ২টি সি.এম.সি: জাতীয় উদ্যান সদর (জাউস) সি.এম.সি, এখানে সভাপতি ও দুইজন সাধারণ সদস্য স্থানীয় নৃগোষ্ঠী ব্যক্তি এবং (২) দোখলা সি.এম.সি, সহ সভাপতি ও পাঁচজন সাধারণ সদস্য স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীর। মধুপুর বনাঞ্চলে নিয়োজিত ৭০০ জন কমিউনিটি ফরেষ্ট ওয়ার্কারের মধ্যে ১৮৫ জন নৃ-গোষ্ঠীর সদস্য। নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যগণ CMC এবং CFW এর মধ্যমে বন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করত: বন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়াও টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) (জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪) প্রকল্পের আওতায় মধুপুর অঞ্চলে ২০২২-২৩ হতে অদ্যাবধি ৫৮০ জন স্থানীয় জনসাধারণ এবং ৪২০ জন ক্ষুদ্র ও নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়ে অর্থাৎ মোট ১০০০ জন সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট ১১ টি VCF	মধুপুর বনাঞ্চল রক্ষার্থে প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে স্থানীয় জনগণ এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল বন বিভাগ।

ক্র. নং	আলোচ্য সূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নার্থে
১	২	৩	৪	৫
		(গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম) গঠন করা হয়। ১১ টি কমিটির আওতায় প্রতি সাব কমিটিতে ৯ সদস্য বিশিষ্ট সঞ্চয় ঋণ কমিটি, অর্থ ও হিসাব কমিটি, সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি, বন সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা কমিটি, ক্রয় কমিটিসহ মোট ৫৫ টি সাব কমিটি রয়েছে, তন্মধ্যে স্থানীয় জনসাধারণ ৩৯৬ জন (পুরুষ ১৯৮ জন, মহিলা ১৯৮ জন) এবং ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠী ১৮৮ জন (পুরুষ ৭১ জন, মহিলা ১১৭ জন)। ১১ টি VCF এর মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন তহবিলে (CDF) ৪৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা রাস্তা, স্ট্রীট লাইট, যাত্রী ছাউনি, পাবলিক টয়লেট, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন/ নির্মাণ ইত্যাদি কাজের জন্য প্রদান করা হয়েছে।		
১০.	পরবর্তী সভার স্থান নির্ধারণ/ বিবিধ;	সভাপতি এতদসংশ্লিষ্ট পরবর্তী সভা মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ মধুপুর বনাঞ্চল এলাকায় আয়োজনের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত সকলেই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	এতদসংশ্লিষ্ট পরবর্তী সভা মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ মধুপুর বনাঞ্চল এলাকায় আয়োজন করতে হবে।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল এবং সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট, বন ভবন, ঢাকা।

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয়বস্তু না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী)
প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
ফোন: ০২-৫৫০০৭১৪২
[ই-মেইল: ccf-fd@bforest.gov.bd]

স্মারক নং-২২.০১.০০০০.০১১.০৮.০১৭.২৪.৫০৮

তারিখঃ ১৯/১০/২০২৪ খ্রি.।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: উপসচিব, বন-২ অধিশাখা)।
২। উপপ্রধান বন সংরক্ষক, বন ব্যবস্থাপনা উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। পরিচালক, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখা, পরিবেশ অধিদপ্তর।
৪। বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা।
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মধুপুর উপজেলা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় টাঙ্গাইল এর প্রতিনিধি।
৬। জনাব এস হাসানুল বান্না, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি, বেলা, এর প্রতিনিধি।
৭। জনাব ইসমাইল মিয়া, বোর্ড সচিব, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এর প্রতিনিধি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০।
৮। প্রতিনিধি কারতাস-২, আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭।
৯। জনাব নরেন চন্দ্র পাহান, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় আদিবাসি পরিষদ, চকদেব নওগাঁ সদর, নওগাঁ।
১০। জনাব ইউজিন নকরেক, সভাপতি, জয়েনশাহী আদিবাসী পরিষদ, জলছত্র মধুপুর, টাঙ্গাইল।
১১। অফিস নথি।

(মোঃ সাজ্জাদুজ্জামান)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
টাঙ্গাইল বন বিভাগ